ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা
PROTECT
শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, নিরাপদ বিকল্প জীবিকা চাই:
ক্ষুদ্র জেলেদের ন্যায্য সহায়তা নিশ্চিত করুন

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

- বাংলাদেশে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার জেলে সরাসরি ইলিশ মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত।
- মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৫ লক্ষ নারী ও পুরুষ জড়িত।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪৭ লাখ হেক্টর জলাশয়ে (বদ্ধ এবং উন্মুক্ত) মাছ আহরণ করা হয়েছে।
- এর মধ্যে ২৯.৭৮ লাখ টন ছিল চাষের মাছ, ১৪.১১ লাখ টন মাছ উন্মুক্ত জলাশয় থেকে ধরা হয়েছে।
- বাংলাদেশ SSF Guidelines, Blue Economy, SDG-14 ও NDC-তে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

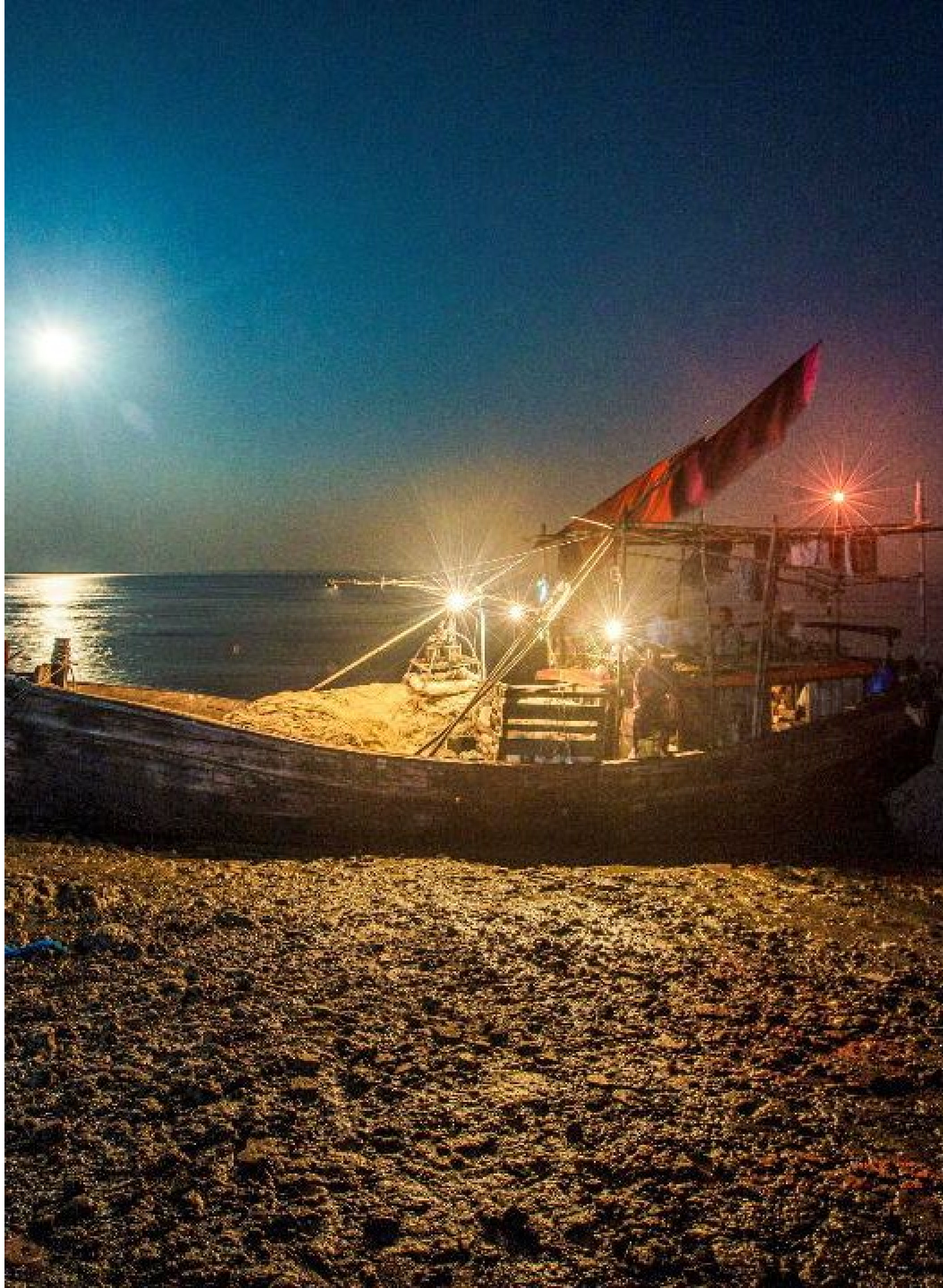

মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা:
উদ্দেশ্য ও প্রভাব

ইলিশ প্রজনন রক্ষার জন্য সরকার প্রতিবছর কয়েক এপ্রিল-মে, (অক্টোবর-নভেম্বর) এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

২০২৩-২৪ সালে, উন্মুক্ত জলাশয় থেকে আহৃত মাছের অর্ধেকই (প্রায় ৫-৬ টন) ইলিশ, যা প্রজনন সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নিষেধাজ্ঞা পরিবেশগতভাবে অপরিহার্য এবং টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

নিষেধাজ্ঞার সময় সরকারী সহায়তা যথাযথভাবে পৌঁছানো না গেলে জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্ষুদ্র জেলেদের জীবনযাত্রার বাস্তবতা

- নিষেধাজ্ঞার সময় গড়ে একজন জেলের মাসিক আয় ১০-১৫ হাজার টাকা থেকে প্রায় শূন্যে নেমে আসে।
- ৮৭% পরিবার কোনো প্রশিক্ষণ বা বিকল্প আয়ের সুযোগ পাননি, মাত্র ৫% পরিবার অন্য পেশায় যুক্ত হতে পারেন।
- জেলেরা প্রায়ই ঋণনির্ভরতার কারণে দাদনদারের কাছে স্বল্পমূল্যে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হন।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক চাপ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ততার কারণে নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা ৩০-৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। [কোস্ট স্টাডি ২০২২]

ঋণচক্র ও দাদন নির্ভরতা

- ৭০% পরিবার নিষেধাজ্ঞার সময়ে দাদনদারের কাছে ঋণ নেন।
- আগাম মাছ বিক্রির চুক্তিতে ৩৫-৪০% পরিবার ঝুঁকিতে থাকে।
- ৬৫% পরিবার ঋণ শোধে পুনরায় দাদনদারের কাছে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।
- ঋণগ্রস্ততার কারণে ৭০-৮০% পরিবার নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করে। [কোস্ট স্টাডি ২০২৪]
- সমবায় ভিত্তিক ঋণ বা সামাজিক সহায়তা না থাকায় সমস্যা বাড়ছে।

আইন প্রয়োগ ও ন্যায্যতার প্রশ্ন

- ইউনিয়ন তালিকায় ৩০% প্রকৃত জেলে বাদ পড়েছেন।
- ছোট নৌকার বিরুদ্ধে অভিযান হয়, বড় ট্রলার অভিযানের বাইরে থাকে।
- আইন আছে, সফল প্রয়োগ নেই
- ৯৩% জেলেই জানেন যে, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের ফলে নদীর ও সাগরের জীববৈচিত্র্য ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে তাদেরকে এইভাবে মাছ আহরণ করতে হচ্ছে। (কোস্ট স্টাডি ২০২৫)
- অবৈধ জাল ব্যবহারে নদী ও সাগরের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

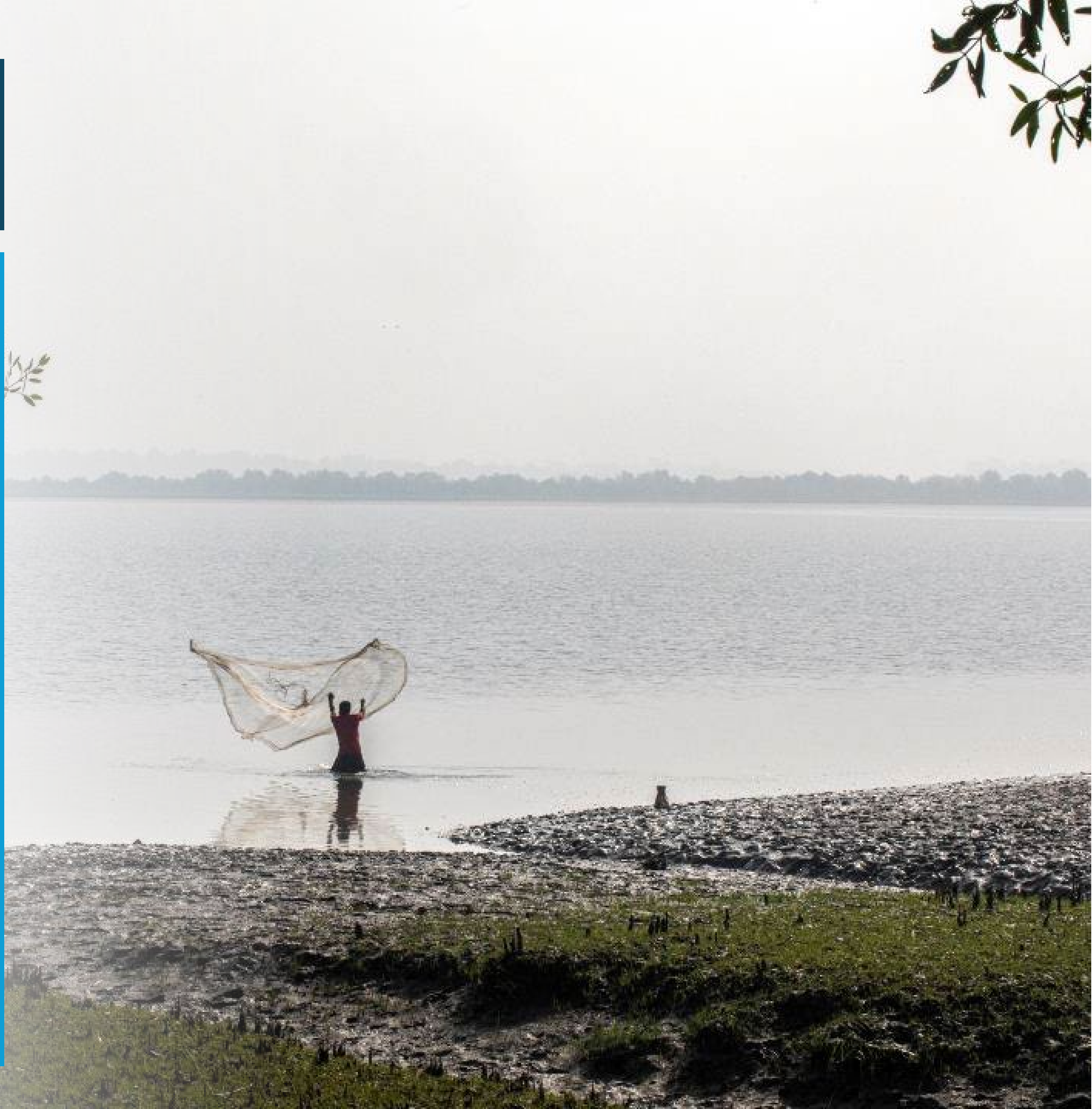

সরকারি সহায়তা ও সীমাবদ্ধতা

কার্ডধারীর মধ্যে মাত্র ৪৪% সরকারি সহায়তা পান।

৮৩% জেলে পরিবার নিষেধাজ্ঞার উঠে যাওয়ার ১-২ মাস পরে সহায়তা পান যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। [কোস্ট স্টাডি’২৪]

মান্দা সম্প্রদায় ও নাগরিক অধিকার

- মান্দা সম্প্রদায় (নৌকাবাসী জলে), ভূমিহীন এবং নদীতে বসবাস করে।
- তাদের স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার আওতায় নেই।
- তাদের নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত।
- সরকার ও এনজিও উদ্যোগ আছে, তবে পর্যাপ্ত নয়।

আমাদের দাবিসমূহ

- প্রকৃত জেলেদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
- নিষেধাজ্ঞাকালীন প্রতি মাসে এক জেলে পরিবারকে ন্যূনতম ৮ হাজার টাকা নগদ এবং ৪০ কেজি চাল দিতে হবে।
- নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার ১৫ দিন আগে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- ক্ষুদ্র জেলেরা যেন সহজে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঋণের ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্য যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- জেলেদেরকে বিকল্প আয়ের পথ হিসেবে পশুপালন, কৃষিকাজ ও মৎস্য চাষ, ছোট ব্যবসা ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা দিতে হবে।

আমাদের দাবিসমূহ

- ঋণনির্ভরতা হ্রাসে প্রণোদনা ও সহায়ক তহবিল গঠন করতে হবে। দাদনদার নির্ভর ঋণের বদলে সমবায়ভিত্তিক ঋণ ও গ্রান্ট স্কিম চালু করতে হবে।
- নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- নিষিদ্ধ জাল তৈরি রোধে কারখানাগুলোতে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে।
- মান্দা সম্প্রদায়কে জেলে কার্ডের আওতাভুক্ত করতে হবে।

ধন্যবাদ